PRESIDENCY JAILE RAKTAKTA DEHEY ANIRBAN

A collection of Bengali poems

by

SUSHIL PANJA

First Editon : December 1980

Second Edition : February 1984 : Rupees 6·00

প্রথম প্রকাশ : ১৩৮৩

প্রচ্ছদ : শুভাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য

সুভাষ গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক ৩/১৩২ গান্ধী কলোনী, রিজেন্ট পার্ক, কলকাতা-৪০

থেকে প্রকাশিত এবং হরিপদ পাত্র কর্তৃক সত্যনারায়ণ প্রেস,

১ রমাপ্রসাদ রায় লেন কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত।

বাবা ডাঃ গণেশচন্দ্র পাঁজা
মা শ্রীযুক্তা মনোরমা পাঁজা-কে

প্রেসিডেন্সি জেলে রক্তাক্ত দেহে অনির্বাণ

অনির্বাণের দিদির চিঠি পাই
তেসরা জুনের বিষণ্ণ বিকেলে
"তোমার বন্ধু আর নেই
পয়লা মে'র ভোর রাতে
প্রেসিডেন্সি জেলে—
পুলিশ রিপোর্ট সাংঘাতিক ভেদ-বমিতে।
ওর জীবন সাথী অরুণা অর্ধ উন্মাদ
নিশ্চয় একদিন এসো"……

উনসত্তরের কোন এক ঘুমন্ত রাতে
বিছানা থেকে তুলে নিয়ে যায়
এক ডজন সশস্ত্র পুলিশ।
সরকারী রিপোর্টে—তিনজন কনস্টেবল একজন জোতদার
এবং দুজন স্থানীয় ব্যবসায়ীর নির্মম হত্যাকারী
অনির্বাণ; ইউনিভার্সিটির সেরা ছাত্র। শান্ত স্থির।
কলেজের প্রত্যেক ডিবেটে পেতো প্রথম পুরস্কার…

আমার সমস্ত সত্ত্বাকে টেনে নিয়ে যায়
রক্তমাখা প্রেসিডেন্সি জেলের নিভৃত অন্ধকারে, দেখি—
পুলিশের বুলেটে ঝাঁঝরা রক্তাক্ত দেহে—অনির্বাণ …

কৃষকের চোখে থাকে শ্রাবণের মেঘ

আমাদের হাত থেকে সরে যায় ক্রমশ যাবতীয় ফসল
আর তুমি ফসল নিয়ে ব্যবসা করো মানুষের দরোজায়
এ-সব ধান্দাবাজ মানুষ ফি-বছর কাঁদায় কৃষকের প্রাণ
কৃষক কৃষক থাকে সবুজ জমির কাছে
শ্রাবণের বর্ষা নামে কৃষকের চোখে

পৌষে ফসল ওঠে নিকানো উঠোনে
জীর্ণ শিশুর হাত ধরে ঘুরে আসে শীতের সকাল
সকালে মানুষ আসে···আসে মহাজন
সোনালী ফসল চলে যায় সুখের ঘরে

জীর্ণ শিশু ক্রমশ জীর্ণ হয় কৃষকের কোলে
ঘরদোর ভেঙে পড়ে শ্রাবণের মেঘে···

বিপ্লব বাড়ি নেই

বিপ্লব বাড়ি নেই এ সংবাদ সকলেই রাখে
তবু কেন মাঝ রাতে খোঁজ নেয় অনেকে
বিপুল উৎসাহে
এ-কথা জেনেছি আমি ছেঁড়া ইতিহাস
দুঃসাহসিক যোদ্ধা কর্ণের কাহিনী
দুঃখী রাজা ঈডিপাসের ভাঙা সংসারের বিবরণ
তবু কেন প্রাকৃতিক শোভা নিমেষে উধাও হয়
প্রত্যহ সকালে

বিপ্লবের কোমল করুণ চোখ ভাসে
চোখের ভিতর
শেষ চিঠি শোভা পায়
মায়ের লক্ষ্মীর ঝাঁপির বাক্সে···

বিপ্লব বাড়ি নেই এ সংবাদ সকলেই রাখে
তবু কেন মাঝরাতে খোঁজ নেয় অনেকে
বিপুল উৎসাহে

বিপ্লব দেখেছিলো স্বপ্ন বিপ্লবের
পালাগান গেয়েছিলো সাঁওতাল পল্লীতে
বিপ্লবের কোন দোষ দেখিনি কখনও
কখনও শুনিনি অবান্তর অযৌক্তিক অন্তরের ব্যাখ্যা
তবু কেন নির্বাসন তবু কেন নির্বাসন
জেনেছি—জেনেছি এখন·····

একটি অপরিজ্ঞের কবিতা : ১

রাত দুপুরে হাঁটলে পথে
বুকের ভেতর আচড়ে ওঠে
থানার বাঁশি বুটের শব্দ
প্রিয় ভাইদের আর্তস্বর
রাতের ভিতর হাঁটলে পথ
চমকে ওঠে দাঁতাল শহর

প্রিয় ভাইয়ের খোঁজে আমি
অন্ধকারকে সঙ্গী করি
ভাইটি আমার প্রিয় ছিলো
সবার ছিলো প্রিয়
এ-ভাবে সে পড়লো ধরা
জীর্ণ দেহে বস্তি থেকে রাতদুপুরে

স্বভাব ছিলো সেবা করা
যত্ন করা মানুষ করা
অন্ধ গ্রামে কাটতো সময়
সকল বেলা সবার মাঝে

আহত এক সহজ কিশোর আওয়াজ তোলে রাত-দুপুরে
রাত-দুপুরে অন্ধকারে
অন্ধকারে জানতে পারি ভারতবর্ষের আসল ছবি
ভার্স্টাবনে সব ভাইয়ের শরীর
রাত-দুপুরে হাঁটলে পথে
গর্জে ওঠে আমার শরীর··

বালক জানে না সুখ

কাক ডাকা ভোরে ঘুম ভাঙে রোজ
গঙ্গার ওপারে কলের ভোঁ ভোর পাঁচটায়
জোয়ারে ভাটায় নৌকো গাদাগাদি পাটের শ্রমিক
সোনা মাঝির ঘোলাটে চোখ
কঠিন চোয়াল
আর নিতাই বুড়োর মতো গান গায় ভাটিয়াল
কাক ডাকা ভোরের সকাল

বালক জানে না সুখ
পিতা নেই জমি নেই অসুখ শরীর
মাটির দাওয়ায় শুয়ে আছে রুগ্ন বোন
বছর বছর কাঁথার ভিতর
বালকের চাপা কান্নায় ভিজে যায় দুপুর রোদ্দুর
ভোরের জ্যোৎস্না

বালক জানে না কাকে বলে সুখ
চাঁদের উঠোন
তবু কাক ডাকা ভোরে ঘুম ভাঙে রোজ
গঙ্গার ওপারে কলের ভোঁ ভোর পাঁচটায়······

অমল শঙ্খ ভেঙে ফেলো

আমার চোখের জলে ঘুমোয় বর্ণান্ধ বিকেল
মাছরাঙা উড়ে গেলে পাতা ঝরে পুকুরের ওপারে
এখানের অন্ধকারে খেলে গরল তামাসা
মনের আয়নায় দেখে রামধনু ঝিরঝির
বৃষ্টির নীরবতা

হয়তো কৃষকের মাঠে বইছে হাওয়া
খড়কুটো মলিন বেদনা
এ-সব গ্রামের কথা শহরের মানুষ খোঁজে
শুধুই টাটকা খবর
এ-ভাবে জ্বলতে থাকে ভিখিরির পেট
পরিশুদ্ধ মানুষের বিবেক

বনজ লতার দিকে তাকাও যুবক
পেয়ে যাবে মানুষের ঘাম ও শরীর
শুধু একাকী অমল শঙ্খ ভেঙে ফেলো
বিচিত্র সংবাদ
শোষক মানুষের মন থেকে ছিনিয়ে নাও
বীভৎস ব্যবহার কৃত্রিম লাভার স্রোত......

সুনীলের তুচ্ছ ফটোগ্রাফ

পথের দু'পাশে পুকুরে নীল ফুল
কচুরীপানার ফুল
দুপুরে রোদ্দুরে জেগে আছে অক্টোবরের বিবর্ণ নীল আকাশ
ঝোপ জঙ্গলের আড়ালে কুঁড়ে ঘর. লাউ মাচা
ওই দূরে লাল বাড়ি
শুকনো বাতাসে দোলে লাউয়ের সবুজ ডগা
আর শিশুর করুণ কান্নার শব্দ দুপুরে রোদ্দুরে

শিশুর কিশোরী দিদির কোলে শিশু
শুধায়. মা আসবে এখনি
লাল বাড়িতে গেছে বাসন মাজতে ভোর পাঁচটায়
এখন কলের ভোঁ বাজে উদোম একটায়
কাজ সেরে ফেরে নাই ঘরে সেই বিষণ্ণ মা
জীর্ণ শিশু কোলে দাঁড়িয়ে দিদি রুক্ষ হাওয়ার রোদে
জলভরা চোখে তাকিয়ে আছে লালবাড়ির ওদিকে…

এখানে ছিলাম আমি

এখানে ছিলাম আমি অগ্নিগর্ভ সাতটি বছর
এখানে ছিলাম আমি সোনা মাটি ভাঙা-চাঁদ ছুঁয়ে
আমার সামনে বিস্তীর্ণ মাঠ মস্ত লাল-কুঠি
সুদখোর নায়করা বিশ্বস্ত দালালের
মেদবহুল শরীরে পৈতৃক পেশা
আর দারুণ হিংস্র ছিলো চারটে উল্লুক তনয়
এখানে ছিলাম আমি অগ্নিগর্ভ সাতটি বছর
এখানে ছিলাম আমি
রাতের অন্ধকারে বীভৎস চার্লাচক্র-ভিতরে লালকুঠি পানপাত্র
মহুয়া বাসর
যুবক পুত্রেরা গায়ে রাখে জন্তুর পোষাক
প্রভুরা কীর্তন গায় লুঠ হতো জীর্ণ ঘর
প্রভুরা মাতাল হলে জলে ভাসাতো সুন্দরী রক্ষিতা
দিনে ভয় রাতে ভয়
অমাবস্যার অন্ধকার আঁকড়ে গ্রামের চারপাশ
রুগ্ন মানুষ সব আমার ঘরের হৃৎপিণ্ড
মাংসের শরীরে
এক-একটা ধারালো অস্ত্রে শেখাতাম বাঁচার কৌশল
সারাটা বছর চাপা দুঃখ নিষ্ঠা ও সংগ্রাম
আমরা সব রক্ত ও ঘামে ভিজিয়ে দিতাম জীর্ণ ঘরের দেয়াল
সবুজ মাঠ
দুঃখী সব কর্মঠ মানুষ বিদ্রোহের উত্তাল জোয়ার
জেলের অন্ধকারে চিঠি এই সব সংবাদ
গোপন ইস্তাহারে জেনেছি গ্রামের ব্যথা
লালকুঠি দখলে রেখেছে গ্রামের মানুষ
ভেজা জ্বলজ্বলে চোখে দেখি সেই গ্রাম
যেখানে ছিলাম আমি অগ্নিগর্ভ সাতটি বছর
পেয়েছি—দীপ্ত তেজ মানুষের অমল হৃদয়……

পুরুলিয়ার আদিবাসী মানুষের যন্ত্রণা

দু'দণ্ড ঘরে থাকলে পৃথিবীর মানচিত্র পাল্টায়
প্রিয় মানুষের মুখ সমুদ্রের তোলপাড়
আর প্রিয় নারীদের সুগন্ধি টেবিল

ফুটপাথ রাস্তায় সংসার বাড়ে ফি-বছর বন্যার আশীর্বাদে
কয়েকগুলো সেকেণ্ড সিটিং বসে বিধান সভার লবীতে
শুকনো রুটি খেয়ে ফিরে যায় পুরুলিয়ার আদিবাসী মানুষ
ময়দানের সবুজ ঘাস কাঁপে হাওড়া স্টেশন উত্তাল হয়
এ-ভাবে কোলকাতা দুঃখী হয় মানুষের কান্নায়···

আদিবাসী মানুষেরা ফিরে আসে নিজস্ব অন্ধগ্রামে
জেনে ফেলে শহর লিডারের নির্মম ব্যবহার
আর এ-সব মানুষ ভাঙা আয়নায়
বীভৎস চেহারা দেখে শহরের সুনিপুণ ঐশ্বর্যের

নির্জন ঘরে থাকলে আদিবাসীর স্বপ্নগুলো
প্রিয় মানুষের মুখ সমুদ্রের তোলপাড়
বহে মনের গভীরে······

১৯৪৭ এর বাঙালী আজও উদ্বাস্তু

আটাত্তরে অনেক মানুষ মানুষের পাশে
বেঁচে আছে আজও পশুর মতো
অন্ধকার গলিতে আছড়ে পড়ে ভোরের
স্নিগ্ধ আলো
স্যাঁত-স্যাঁতে আস্তানার ভেজা শরীরে ঘুমোয়
ভাঙা সংসার
লজ্জা নেই বস্ত্র নেই তবু বেঁচে আছে
ক্ষুধার্ত শরীর
আর এদের ঈশ্বর থাকেনা জরাজীর্ণ শিশুর কপালে…

দিল্লীতে ঘুমিয়ে যান মহামান্য বিদেশী মুকুট
আর গ্রামের ফসলের কথা ছাপা হয় প্রভাতী
সংবাদপত্রে
তবুও ছিন্ন মানুষ বাঁচতে থাকে পশুর খোঁয়াড়ে
আটাত্তরে উদ্বাস্তু আসে পশুদের শহরে
উলঙ্গ বাতাসে কাঁপে রাজসিংহাসন
সভ্যতার আলোর পিছনে ক্রুরতা
তান্ত্রিক নষ্টামির দ্বন্দ্ব
আটাত্তরের আগুনে পুড়তে থাকে বাংলার
প্রতিটি সবুজ গাছপালা …

অপরিচ্ছন্ন কবিতা : ২

অনেকে বাঁচার আশায় ঘুরে বেড়ায়
শহর কোলকাতায়
এমপ্লয়মেন্ট-এক্সচেঞ্জে দাঁড়াই আমি
সাহসী যুবকের পাশাপাশি
মুখে সস্তা সিগ্রেট কিছুটা স্মার্টনেস আনি
নিস্তব্ধ শরীরে
দূরে অগোছালো সংসার ভাসে
গ্রামের মানুষের
এদের শিশুকন্যাটি আজ ফুটপাথের ভিখিরি···

আমার সামনে পিছনে অনেক যুবক
উজ্জ্বল চোখ উদ্‌ভ্রান্ত শরীর···

দীর্ঘদিন নির্বাসিত যুবক আমি
স্বপ্নের ভিতর হাঁটা পথে দেখি
মায়ের জীর্ণ শরীর···ছোট ভাই
পিতার সঙ্গে চলেছে মাঠে পুরোনো কোদাল হাতে
এ-সময় আমার কাছে কলকাতা ধূসর
নিজেকে বিদ্রোহী মনে হয় তামাম শহরে······

গ্রামের রঙিন ফটোগ্রাফ

পাড়াগাঁয়ের হিম হাওয়ায় দোলে পাখির বাসা
বাবুই পাখির বাসা
আহা, কারুকার্যময় শিল্প নির্জনে ঋতু বদলায়
সেখানে পড়ে থাকে বিস্তীর্ণ হোগলা ক্ষেত
সামান্য ভরসায় কৃষকের সরল জীবন-যাপন
সময়ের সূর্যদেব প্রতিদিন ঘণ্টা বাজায় সকাল সন্ধ্যায়···

কৃষকের পায়ের পাতা আজও ডুবে থাকে আধমরা পচা জলে
কাজ নেই খিদে আছে কঠিন সময়
পাড়াগাঁয়ের হিম হাওয়ায় দোলে কারুকার্য শিল্প
আর পরিত্যক্ত পথের ধারে খুঁড়ে তোলে
বনকচু সেইসব ক্ষুধার্ত বালক

কোলকাতার পাতাল রেল এ্যাসেম্বলী হাউস বেতার দূরদর্শন
এইসব সংবাদ রাখে না
শুধু প্রত্যহ ছড়ায় গাল ফোলা বালক বালিকাদের নৃত্যগীত
বিদেশের গৌরবর্ণ খেলাধুলো
এ-ভাবে আজও পাড়াগাঁয়ের সংসার ধর্ষিতা হয়
শুভ কোলকাতার মোহময় বিচিত্র সংবাদে···

মানুষ

মানুষের হাতে শুধু মানুষই খুন হয়
অবসাদে ঢেকে যায় মানুষের শরীর
বড় ভয় হয় বড় যন্ত্রণার ছাপ আঁকে
অনেক হৃৎপিণ্ডের গভীরে

প্রিয় মানুষ কেবল চায় মানুষ হ'তে
বন্ধুদের নিপুণ হাতে গড়ে তোলে
মোহময় সেবার আশ্রম
আর মানুষের কল্যাণ চায় মানুষ শুধু সংগ্রামী
প্রেমে ও দার্শনিক বোধের সমন্বয়ে
তবু মানুষের হাতে খুন হয় উজ্জ্বল সেইসব মানুষ—
অপমানে বিষাদ ঘৃণায় আত্মঘাতী হয়
শুধু মানুষ···মানুষের জন্য

অনেক দুঃখ আছে সুখ আছে
আমাদের জীবন দর্শনে
তবু বড় ভয় হয় বড় অবসাদ হয়
ঐই সব মানুষের মৃত্যুর দুঃখে······

হেঁটে যাবো গ্রামের শরীরে

আমি ধূর্ত মানুষের বুক ছিঁড়ে দেখাবো সেই হিংস্রতা
শোনাবো মানুষের কথা
দুঃখের মন্থনা অনেক চোখের জলে ভিজেছে মানুষ
গ্রামের উঠোন
উঠোনে ছড়াবো আগুনের ফুল
ফুলের বিচিত্র ইতিহাস
নদীতে ভাসাবো নৌকো
কৃষকের শুষ্ক মাঠে ওড়াবো আমি
পাখিদের সবুজ আকাশ

আমি চোখের জলে কাঁদাবো না আর
মানুষের কংকাল সংসার
জীর্ণ বালকের হাতে তুলে দেবো রঙিন ঘুড়ি—
সাগরের পবিত্র জোৎস্না
ঐটুকু—আমার হৃদয় আমার বিরাট বাসনা

শিশু ও মায়েদের বিবর্ণ শরীরে
এনে দিতে পারি
সেই ফুলের বাগান আটপৌরে খড়ের চাতাল
এ-ভাবে আমার শরীর নিয়ে আমি
হেঁটে যাবো গ্রামের শরীরে……

মেদিনীপুর দেখে এলাম

বন্যার স্রোতে ভেসে গেছে মানুষ
অবলা পশু শিশু, নারীদের সংসার
উলঙ্গ জলের স্রোতে গ্রাম নদী জলের সমুদ্র
মানুষ জানতেই পারে এতো দুঃখ
মানুষ জন্মের ইতিহাসে
ইতিহাস শূন্য আজ গ্রামের বাতাসে
সবুজ ধানের মাঠ যেন চঞ্চল সমুদ্র
চারিদিক জল কাছাকাছি মানুষের করুণ আর্তনাদ
প্রাণ নেই ভোটের মানুষ নেই শরীরে যন্ত্রণার শব্দ
জীর্ণ হাত বিষন্ন মুখ জনপদ হয়েছে শ্মশান

শহরের মানুষের খাবার টেবিলে নিওন সংবাদ
ভোরের কাগজে বিপ্লবী তর্কের শ্লোগান
সমস্ত জায়গা জুড়ে বিষাক্ত স্রোত
শিশু, নারী, পুরুষের গলিত শব
কোথায় বন্যা ছিলো জলের ভাণ্ডার
চারদিকে করুণ প্রশ্ন উলঙ্গ বালকদের ভেজা চোখ

আকাশে উড়তে থাকে মহামান্য চিল শহরের সোনালী শকুন
ডানার ঝাপটায় ঝরায় ধূসর পালক অশ্ব ডিম্ব
কোলকাতা মেদিনীপুরের টেলিফোনে ছড়ায়
শুভ বিবাহের রঙিন ইস্তাহার.....

মানুষের দুঃখ ভালোবাসা

আমি তো বুঝি না সাধনা
জেনেছি মানুষের দিব্য চেতনা
এ-ভাবে রোজ হেঁটে যাই গঙ্গার দর্শনে
আর ফি-বছর ঘুরে আসি পৌষ মেলায়
তবু তো ক্লান্তি আসে মনের গভীরে···

হাহাকার শহরে বেদ উপনিষদ ছাপা হয়
বইয়ের দোকানে
একটুও বুঝি না ধর্মের মহিমা
জেনেছি কেবল মানুষের দুখ ভালোবাসা ··

ফুটপাথ আর স্টেশনে ভিড় হয় মানুষের মুখ
আর জরাজীর্ণ শিশুদের হাত
এ-ভাবে সভ্য মানুষ বুঝে ফেলে
মানুষের সুখ···

অথচ বৃষ্টির শব্দ ভাসে প্রত্যহ সকালে
আমি তো জানি না সাধনা
জেনেছি মানুষের দিব্য চেতনা······

আফ্রিকার মুক্তিযোদ্ধা কবি

বিপ্লবী মানুষ আজ জেগেছে আফ্রিকার জঙ্গলের ওদিকে
হাজার হাজার বছর ধ'রে শৃঙ্খল চাবুক
আর নির্যাতন সয়েছে কালো কালো মানুষের বীভৎস সংসার
অরণ্য কেঁদেছে কত মানুষের নির্মম অত্যাচারে
মানুষের কশাই হাতে মানুষ ক্রীতদাস হয়েছে নিঃস্ব
সারা জীবনের লাঞ্ছনা অন্ধকার জঙ্গলে পৈশাচিক
হিংস্রতার তাণ্ডব
আর সূর্যের রক্তরাঙা অকাশ বিবর্ণ বিষাদ
আফ্রিকার শহর ও অন্ধগ্রাম
দারুণ আন্দোলন আজ বিক্ষোভ শক্ত কালো হাতে
কালো কালো মানুষের দীর্ঘ হাত এগিয়ে চলে
আকাশের দিকে স্বপ্নের বাগানে

কালো হাত ক্রমশ দীর্ঘ হয়
দীর্ঘ হয় সূর্যের দিকে
মুক্তিযোদ্ধার নিজস্ব পতাকা হাওয়ায় ওড়ে মলিন ভাঙা ঘরে
আনন্দের উল্লাস চলে প্রত্যেক রাস্তায়
কালো হাতে তাজা রক্ত
এগিয়ে চলা বিপ্লবীর কবিতার গান
বিপ্লবী মানুষ আজ রক্তাক্ত আকাশে ওড়ায় পতাকা
আফ্রিকার জঙ্গলের ওদিকে······

মানুষ পথ দেখায়

এক হাতে সুকোমল ভালোবাসা অন্য হাতে
উন্মুক্ত তরবারি
এই নিয়ে আমার চলাফেরা
এই নিয়ে মানুষের সঙ্গে ওঠাবসা
মানুষের দুঃখ ভাঙা কান্না ভাসে
বস্তির ভিতর
আর মানুষেরা জাগে বিষণ্ণ গ্রামের ভিতর

এইসব মানুষের স্মৃতির ভিতর খেলা করে
বিপ্লবের রক্তাক্ত নদী
পাহাড়ের মানুষ সমতলের মানুষ এক সঙ্গে
গেয়ে ওঠে রক্ত-নদীর গান
এইসব গানের ভিতর খুঁজে পায়
জ্যোতিষ্কের আলো নতুন প্রাণের হিল্লোল

এক হাতে সুকোমল ভালোবাসা অন্য হাতে
উন্মুক্ত তরবারির
আঘাতে ভাঙে দুর্ভেদ্য কারাপ্রাচীর
মানুষ এ-ভাবে মানুষকে পথ দেখায়
যুগে যুগে নিজস্ব দুঃখ ভালোবাসায়…

বন্যায় ঘরে ফেরা

একুশ দিন পরে জলের স্রোত বইছে
উঠোনের সীমানায়
কোথায় জন্মভূমি পিতার নিজের হাতে বোনা
অমল শস্যক্ষেত
সব ডুবে গেছে ডি-ভি-সির কল্যাণে
বৃষ্টির প্রভাবে
ঠাকুমার পুরনো স্মৃতির তুলসী-মঞ্চ
মুখ থুবড়ে পড়ে আছে দশগজ দূরে
কৈশোরের পড়ার ঘরের লন্ঠন ভাঙাচোরা কাঠের টেবিল
সবই বন্যার জলে
মায়ের সৌখিন তোরঙ্গ মাটির দেয়ালে বুঝি
আজও চাপা
গ্রামের উঠোন ধানক্ষেত ধূ-ধূ যেন দীঘার সমুদ্র
আর চারদিকে শ্মশানের স্তব্ধতা
ত্রাণ খাদ্যের সুষ্ঠু বন্টন শুধু বেতার দূরদর্শন সংবাদে
কিংবা কোলকাতার লালবাড়ির জানালার দেওয়ালে
শরৎকালীন আটাত্তরে নামে বীভৎস বিভীষিকা
আশী ভাগ বাঙালীর হৃদয়ে
পশুর খাদ্য দেখি শিশুদের তোবড়ানো ডিসে
মানুষের সংসার রাস্তায় কৃষকের জীর্ণ বলদ
গোয়ালের দুধের গরু সব উলুবেড়িয়ার হাটে
মানুষের সাক্ষী আজ পশু
পশুদের হত্যার কাজে সুসভ্য ছদ্মবেশী…

এবং অজ্ঞাতবাস

ইন্দ্রনীল জয়ন্তের সুভাষ আর বিপ্লবের সাথে অনেক দিন দেখা নেই
চুপচাপ একা একা শহরে থাকি
অনাত্মীয়ের মতো উলুবেড়িয়ার বিবর্ণ ঘরে
মাঝে মাঝে ফেরিঘাটে—দেখি
ভেসে যায় মানুষের লাশ
এখন ইমারজেন্সি রাত
গঙ্গার ওপারে ভাসে পালতোলা নৌকো
সবুজ মাঠ আর নিশাচর পাখি স্বপ্নের জাহাজ…

ছুটির সকালে রোদ পিঠে বসে
খাঁচার ময়না
ছেঁড়া মাদুরে বাসি কাগজ
এঁটো কাপ-ডিস
বারান্দায় ঝোলে এলোমেলো
ময়লা সার্ট প্যান্ট
এ বাড়ী ও বাড়ীর জানালায় ভাসে
বিশেষ সংবাদ বিশ বাঁও আওয়াজ…

তবুও কবিতার নৈরাজ্যে মৌন
সারাটা বিবর্ণ দিন
এ-ভাবে কবিতার জ্যোৎস্না ছুঁয়ে যায়
রক্তাক্ত আকাশ……

অপরিচ্ছন্ন কবিতা : ৪

কখন আসবে ট্রেন—উত্তাল প্ল্যাটফর্মের সামনে
রাত একটা হলো হাওড়া স্টেশনে
অপরিচ্ছন্ন জায়গার ভিতর
ছায়া ছায়া অন্ধকারে
ভবঘুরে বালক নারীরে ঘুমোয়
ক্ষতস্থানে নীল মাছি আরামে ঝিমোয়

মাঝে মাঝে অলৌকিক শব্দ ভাসে
মধ্যরাতের হাওয়ায়
পকেটের সব রসদ শেষ
যতসব উচ্ছিষ্ট দ্রব্য বিক্রেতার কাছে
আমার সামনে বসে এক প্রেমিক প্রেমিকা
মধ্যরাতে জুঁই ফুলের গন্ধ ছড়ায়
বেণীখোলা অবিন্যস্ত চুলের শোভায়
শরীরে ঘুম নেই, ক্লান্ত শরীর ডুবে যায়
ভবঘুরে কুকুরের বিচ্ছিন্ন চিৎকারে
আমার চারপাশে ঘুমের ভিতর ঘুমোয়
কয়েকটা ক্ষুধাতুর পিতৃমাতৃহীন শিশু…
মধ্যরাতে চোখ ঝাপসা হয়
এদের দুঃখের ছোঁয়ায়……

ভোর রাতে লোক্যাল-ট্রেন
আমি চলে যাবো
পিছনে জ্বলন্ত প্ল্যাটফর্ম
আমার শরীরে……

উলুবেড়িয়া—১৯৭৫

গঙ্গার ওপারে নতমুখে বসে থাকে কয়েকটা
ছেঁড়া-খোঁড়া বালক
শুধু একটা বালক হঠাৎ লাফিয়ে পড়ে জোয়ারের স্রোতে
সাঁতারু বালকের খেলা দেখে নেচে ওঠে
রুগ্ন বালক
এ-ভাবে সূর্য ওঠে সূর্য ডোবে এপার-ওপার
আর কৃষ্ণচূড়ার ডালে ডালে রাংজাগা
জীর্ণ শালিখ

গঙ্গার দক্ষিণে ডুবে ছিলো বিশাল জাহাজ
তবুও জোয়ার ভাটায় ভিনগাঁয়ে ভেসে যায় বাণিজ্যিক নৌকো
এ-পথে ফিরে আসে শীতের সকালে মরশুমী পাখি
এ-পথে এসেছিলো একদিন জব্-চার্ণক
আর গঙ্গার তীর ছুঁয়েছিলো তাঁর সেই বাসা

অথচ আজও ভেজা চোখে বসে থাকে
ছেঁড়া-খোঁড়া বালক
কতদিনে ফিরে আসবে তাদের পিতা
মাছভর্তি নৌকোয়……

আমার জীবন থেকে

আমার জীবন থেকে চলে গেছে সুখ-দুঃখ
প্রেম অভিসার
মাটির আকাশ ছুঁয়ে নিয়েছি শপথ
পরিশুদ্ধ মানুষে সঙ্গে থাকবো
সারাটা জীবন
সুখ-দুঃখের উত্তপ্ত হাওয়ায় চালাবো লড়াই
জল মাটি আর পিপাসার্ত মানুষের কাছে
জেনে নেবো
কতটা দুঃখের জলে গড়িয়েছে যুগের ইতিহাস

মাটির আকাশ ছুঁয়ে নিয়েছি শপথ
অন্য পথ অন্য সুরে জাগাবো
বিস্তীর্ণ সীমানার পরে সেই পরিবেশ
এ-ভাবে গাইবো সেই গান
যেভাবে গেয়েছেন গান রমেশ শীল মুকুন্দ দাস
আর আজও রয়েছে অনেক নোংরা মাতব্বর আমাদের চারপাশ
তাই পরিশুদ্ধ মানুষের সাথে জাগবো সারাটা জীবন····

অন্ধকারে আমার শরীর

হিম অন্ধকারে জেগে থাকে আমার শরীর
অচেতনে গভীর ঘুমে ঘুমিয়ে স্ত্রী-পুত্র
তারেদের অতুল্য মাইল মাইল কাঁথার বিছানা
স্ট্রাইক লক-আউটে গিয়েছে সব আসবাব বিষাদ সাতটি মাসে
নির্মল বাতাসে বিষ রোদ্দুরের আঙিনায় ঝলসে গেছে সুখ
ক্ষয়ে যায় স্মৃতির আলপনা

অহংকারী শহরে মন্ত্রীরা আসে
ভোটযুদ্ধ জলসার হাটে
পরীক্ষার বালক অঘ্রাণের শিশির সন্ধ্যায় ফেরে
শূন্য বোতল পথে গড়ায়
খরার মাঠে হিস্ হিস্ শব্দ অলৌকিক জোনাকির নাচ
ঝোপ-জঙ্গলে ডাকে চেনা পাখি
ধূসর পেঁচার কান্না

কেরোসিনের অভাবে অন্ধকার পারে না পড়তে রাতে
সেই গ্রামের বিবর্ণ বালক
হিম অন্ধকারে জেগে থাকে লাল নক্ষত্র
আমার শরীরে
আর এ-ভাবে স্মৃতির বাতাসে থাকে বিষ দুঃখের বিছানা · ···

লড়ছে ওরা

মাটির বাড়ি পথের ধুলো সবুজ ছায়া ডাকে
লড়ছে ওরা ভ্রূয়ের বাথায় তেজী ঘোড়া স্বপ্নে ভাসায়
রক্ত-নদীর স্রোত
ভায়ের স্মৃতি কিশোর বয়েস
সোদর হনে আগুনে মশাল
অনেক রক্ত পলাশ ডালে
কাঁপছে উঠোন সোনার ধানে

রোদে জলে পুড়েছে মানুষ···মাঠের কৃষক গোপন সভায়
ওড়ায় নিশান
শোষক মানুষ কঠিন হৃদয়
ঘিরে ফেলে মাটির দেয়াল
খড়ের ঘরে আগুন জ্বালায় লড়াই করে শালের পাহাড়

ধানের বনে গুলির শব্দে অনেক লড়াই
দামাল যুবক রক্তে হাঁটে সবুজ মাঠে
ঢেউয়ে ঢেউয়ে বাতাস জাগায়
গ্রামের ভিতর হাজার মিছিল সজাগ মিছিল
রক্ত-নদী ভায়ের স্মৃতি······

সেই সব কবিতা ও গান

তারা এসেছিলো সন্ধ্যার কিছু পরে
তল্লাস চলেছিলো সারা ঘরময়
উন্মত্ত বুটের আঘাতে তন্ন তন্ন বালিস বিছানা
তোরঙ্গ আর সখের আয়না

রোজ রোজ অপমান লাঞ্ছনায় আহত সংগ্রামের পিতা
পরাধীন দেশে জেলে কাটিয়েছিলেন দশটি বছর
এখনো সারারাত জেগে থাকেন দুঃখিনী মা
অন্ধকার জানালার পাশে
তবু ফেরে নাই ঘরে পলাতক সংগ্রাম
ডুবন্ত শিশুকে দিয়েছিলো প্রাণ বালক বয়সে…

সে ছিলো এক কবি…তার উজ্জ্বল চোখ
আর শরীরময় আগুনের তাপ
বুকের আগুনে সাজাতো মানুষের কবিতা আর গান

আজ সেই সব কবিতা ও গান
শুচি-শুভ্র ভালবাসা ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলে যায়
দূরে নির্জনে দূর নীল উপত্যকায় · …

ভারতবর্ষের সুখ দুঃখের জমি

জীর্ণ মানুষেরা ঠিক একদিন বিদ্রোহের মশালে জ্বালাবে
ভারতবর্ষের সুখ দুঃখের জমি
আর অই জমির কাছে নতজানু
শিখে নেবো চাষবাস মাটির নিজস্ব ঘ্রাণ
কোমল মাটির শরীর থেকে জেনে নেবো
জীর্ণ মানুষের কান্নার ইতিহাস
কি ভাবে বাঁচছে মানুষ স্রোতহীন দুঃখের সাগরে
সুখ নেই দুঃখ থাকে স্বাধীন ভারতবর্ষের
গ্রামের বাতাসে
আমাদের বিদ্রোহী সত্ত্বাটা পঙ্গু করে দেয়
ধান্দাবাজ উজবুক শোষক···

তবু কষ্ট ঘামের শরীরে জন্মাবে গাছ
ফলের গাছ সবুজ জমির ঘাস
জীর্ণ মানুষেরা একদিন বিদ্রোহের আগুনে কেড়ে নেবে
সেই নীল সুখ দুখ ভাত
আর ঠিক ভারতবর্ষের সুখ দুঃখের মাটিতে জ্বালাবে
নতুন মশাল··

অজস্র যন্ত্রণার শব্দ

দু'চোখে ওড়াই আমি উদ্ভাসিত ফুল
মনের মধুরে
ছিন্ন···লতা-গুল্ম জমে থাকে আমার হৃদয়ে
ক্যাকটাস ফুল ডাকে না আর আমায় এখন
দু'চোখে ওড়াই আমি উদ্ভাসিত ফুল
শুনি-অজস্র যন্ত্রণার শব্দ···

আর অন্য এক নিজস্ব ভূমিতেঃ
অজস্র যন্ত্রণায় শুয়ে আছে ফুটপাথে শিশু
বকুল ফুলের মতো যাদের টাটকা শরীর

ডাস্টবিন থেকে উঠে আসে নষ্টকীট
প্রবল হাওয়ার মতো ফুটপাথের চারিদিক
এ-সব নষ্ট হাওয়া বহে শহরের অভিজাত পল্লীময়
নিজস্ব আদিমতায়
নষ্টকীট সভ্য মানুষের রক্তে গড়ে তোলে
ফুটপাথের সংসার
পচা ডাস্টবিনের ইতিহাস···

দুঃখী শ্রমিক এবং আমার সংসার

আমি রোজ সঙ্গী হই ভোরে শ্রমিকের নৌকোয়
শ্রমিকের চোখের ঘুম কাড়ে জুট মিলের ভোঁ
সকালে শ্রমিক আসে
ফিরে যায় রাত জাগা স্বপ্ন শ্রমিক
একই চেহারা দেখি দশটি বছর
মলিন চেহারার শ্রমিক
হয়েছে আরো বেশী মলিন···

আর ওদের দুঃখে সামিল হই মিলের ভিতর
জীর্ণ দেহ হেলে পড়ে মেসিনের ওপর
এ-ভাবে অন্ধকার ঘিরে ধরে শ্রমিকের ঘর···

আমি রোজ সঙ্গী হই ভোরে শ্রমিকের নৌকোয়
আমি রোজ আওয়াজ তুলি শ্রমিকের ব্যথায়
আর তার চোখের শিশিরে হিম হয় আমার শরীর
তাই রোজ শ্রমিকের দুঃখে
দুঃখী হয় আমার সংসার······

যেন ভাত ঘাসের বিছানা

বন্ধুদের দৃষ্টি আরো দূরে চলে যায়
দূরে আরো দূরে নির্জন জঙ্গলে

বন্ধুরা গিয়েছে মানুষের কাছে সবুজ ফসলে
ফসল বুনেছে তারা মানুষের বর্ষার ক্ষেতে
হাঁটু মুড়ে বসে আছে সেই সব ক্ষুধার্ত মানুষ
ভারতবর্ষের নিজস্ব ভূমিতে…

অভাবের শূন্য দেয়াল পচে গেছে
পাহাড়ী গ্রামের শরীর
বন্ধুদের দৃষ্টি অই দিকে
শুষ্ক মাঠ লাঙলের শক্ত ফালা

পরিশ্রান্ত মানুষের বুকে চাপা কান্না
বন্দী শিবিরে রক্তাক্ত ইতিহাস
কান্নায় ভেঙে পড়ে ঘরের আকাশ
বন্ধুরা কোথায় থাকে কবে ফেরে ঘর
কী করে কোথায়
একবার চলে এসো অরণ্য দরোজায়
দেখে যাও বন্ধুদের চোখ মুখ ঘামে ভেজা শরীর
বন্ধুরা মানুষ করেছে যেন ভাত ঘাসের বিছানা
কৃষকের চেনা জমি বর্ণ পরিচয়ের পাঠশালা……

কারখানার জার্নাল : ২

ধান্দাপ্রিয় মানুষের সঙ্গে কাজ করি আমি
আর আমার বন্ধুরাও
এদের স্বভাব চরিত্র ব্যবহার এবং দৃষ্টিভঙ্গী
দাঁতাল পশুর চেয়েও হিংস্র উলঙ্গ
অথচ স্বপ্ন দেখে আর দেখে নক্ষত্রের আকাশ
প্রত্যহ ঘুমিয়ে থাকে শীতল হাওয়ার ভিতর···

এ-সব দাঁতাল পশুরা আজকাল পৃথিবীর কথা ভাবে
আর অসংখ্য তকমা নিয়ে ঘোরে ফেরে
সভ্য মানুষের আশেপাশে··· ···

অথচ এ-সব জ্ঞানী দাঁতালগুলোই
একদিন নিহত হয়··· নিজেদের বিষাক্ত দাঁতে
আর আমি আমার সংগ্রামী বন্ধুরা এগিয়ে চলি
অন্ধকার থেকে উজ্জ্বল আলোয়
নিজস্ব অভিজ্ঞতায় শহর থেকে দূরে নির্জনে··· ···

প্রিয়জন বন্ধু খুঁজি

নিঃশব্দ নির্জন ঘরে একা
সামনে আকাশে আকাশ
বৃষ্টির ঝাঁপে ভিজে যায়
উইয়ে খাওয়া জানালা দরোজা
আগাছা জঙ্গল ঘিরে থাকে
আমার সমস্ত এলাকা · ·

আমার চেনা অনেকে রাজা হবার স্বপ্ন দেখে
আমার চেনা অনেকে দিল্লী দিল্লী ঘোরে ব্রিফকেস নিয়ে
আমার চেনা অনেকে টসটসে আঙুর আপেল নিয়ে
কাটিয়ে দেয় সারাটা বিকেল
আমার চেনা অনেকে দারুণ দারুণ রঙচঙে
কবিতার বই ছাপিয়ে
কফিহাউস গরম রাখে ঘোরেফেরে প্রভুদের
দপ্তরে দপ্তরে
আমি, শালা বেকুব যুবক পড়ে আছি জীর্ণ ঘরে

তবুও অদৃশ্য হয় নিজস্ব অবয়ব
বসে যায় গুপ্ত গহ্বরে
জৌলুষ দাবার আসরে
এ-ভাবে সমস্ত বৈদ্যুতিক আলো নিভিয়ে
মুক্ত করি দুর্ভেদ্য কারা প্রাচীর
নিজস্ব সাধ আছে সাধ্য নেই প্রিয়জন বন্ধু খুঁজি
নিঃশব্দ নির্জন ঘরে একা
সামনে আকাশে আকাশ
রক্তিম আকাশ ···

যুবকের রক্তে

এক ফোঁটা দুঃখ ছুঁয়ে থাকে ওই বাড়ির দেয়ালে
ভাঙা গরাদের চারপাশ
কারা এইমাত্র ছুটে গেলো অন্ধকার গলির ভিতর
এখন তো সন্ধ্যা মানেই লোডশেডিং
চারিদিকে নীরব আকাশ
আকাশের নীচে কুৎসিত হত্যা
সমস্ত বারান্দা জুড়ে রক্ত
রক্তের সমুদ্র……

কারা ওরা থমকে দাঁড়ায়, শুধু বন্ধ বাতাস
যুবকের রক্ত চাই ব্লাড ব্যাংকে রক্তের আকাল
তাই এতো রক্ত বারান্দায় জীর্ণ রাস্তায়
অন্ধগলির মোড়ে…

সরকারী দেওয়াল জুড়ে অহিংসার পোস্টার
চারদিকে উলঙ্গ সভা জলসায় কীর্তন টেবিলে সমুদ্রের গর্জন
যুবকের রক্তে গড়ে ওঠে শহীদ মিনার
নির্জনে শপথ নেয় রক্ত ছোঁয়
তামাম ভারতবর্ষের বিপ্লবী ইতিহাস……

অপরিচ্ছন্ন কবিতা : ৩

আমি আর একবার দেখাবো আমাদের
সেই বিশাল ক্ষমতা
আর সবটুকু ক্ষমতা হাতে তুলে দিতে চাই তাদের
যাঁরা আজও পঙ্গু—খরায়, প্রচণ্ড বৃষ্টি আর
শীতের দারুণ হিমে · · ·

মানুষের দুঃখের সঙ্গে পাঞ্জা লড়ি সংগ্রামী জল মাটি
পাহাড়ের কঠিন পাথরে
এতেই আমাদের সুখ-শান্তি উত্তাল জোৎস্নার স্বপ্ন
সব মেঘ সব নদীর শীতল বাতাস
এক সাথে উড়ে আসে আমাদের কষ্টের শরীরে
এভাবে আমাদের শরীর ছুটে যায় ওই দিকে অরণ্য
মাটির ঘ্রাণে
মাটির আকাশে খেলা নয় স্বপ্ন নয়
এগিয়ে চলো ফসলের বর্ষার মিছিলে······

এভাবে মুক্তির লড়াই চলে

সন্ধ্যার বাতাসে শুনি কোকিলের কুহু কুহু রব
　　এখন বৈশাখ মাস ·····
　　　　সামনে আলিপুর চিড়িয়াখানার সৌখিন অরণ্য
　　　　　উঁচু বাড়ির বারান্দায় জোৎস্নার আকাশ
　　　　　উঁচু বাড়ির ছাদে উঠলে সমস্ত সিঁড়ি কাঁপে
　　　　　আর কেঁপে ওঠে অভিজাত মানুষের হৃৎপিণ্ড

জেলের ঘণ্টি বেজে ওঠে বন্ধুদের প্রবল আওয়াজে
পোষা বেড়ালগুলো সতর্ক হয় প্রভুদের চীৎকারে
এ-ভাবে প্রিয় বন্ধুরা বন্দী থাকে অন্ধকার জেলের ভিতর
এ-ভাবে বন্ধুরা প্রিয় কবির কবিতা পড়ে নিজস্ব ভঙ্গিমায়
বন্ধুদের বিপ্লবী চেতনা বন্দী থাকে সমস্ত সকাল
বন্ধুদের সাহস জোগায় সহজ কিশোরের হৃদয়ে
　　　　এ-ভাবে মুক্তির লড়াই চলে প্রতিটি দরোজায়
　　　　এ-ভাবে ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে
　　　　　　ভারতবর্ষের মানচিত্র ওলটায়
　　　　　　আর জেলের দেওয়াল ভাঙে তরতাজা
　　　　　　　　　　সংগ্রামী বন্ধুরা···

সূর্যসেন স্ট্রীটে গভীর রাত

ফুটপাথে কারা থাকে খুঁজেছো কি প্রিয় জন্মভূমি
সূর্যসেন স্ট্রীট দখল করে বেওয়ারিস শিশু ও নারী
জন্মভিটা ছেড়ে আসা গ্রামের মানুষ
অই দিকে চেয়ে দেখো আর একটি সংসার
ওদের পাশে শুয়ে আছে কোলকাতা বাজার

উনুনে ধোঁয়ায় মেশে চোখ…জল ভরা চোখ
ভাতের গন্ধে ভিড় বাড়ে ফুটপাথের ওপর
জল ভরা চোখে ভেসে ওঠে পুরোনো স্মৃতি গ্রামের সবুজ মায়া
যেন ভাতের গন্ধ ভাসে সেই বাতাসে
মাঝরাত নরক হয় ফুটপাথের
এ-পাশে ও-পাশে…

জোৎস্নার অন্ধকারে শিশুদের মা
ঘুমিয়ে থাকে অন্য ফুটপাথে জারজ পিতাদের আশ্রয়ে
ফুটপাথ ক্রমশ নোংরা হয় ফুটপাথে
সরকারী নিপুণ ঐশ্বর্যে…

কারখানার জার্নাল : ১

ধানক্ষেতের পাশে শ্রমিকের রাত জাগা ছাউনি
এদিকে লোডশেডিং চাঁপ চাপ অন্ধকার
অন্ধকারের মধ্যে এক দঙ্গল মিছিল
শ্রমিকের সঙ্গে অন্য শ্রমিকের লড়াই
এ-সব নিয়ে কারখানার গেটে উত্তেজিত রেওয়াজ ·

রোববারে পাওয়া গেছে মুণ্ডহীন দেহ প্রদোষের
কারখানার সংলগ্ন পচা ডোবার ভিতর
এই নিয়ে উত্তেজনা সারা অঞ্চলে প্রচণ্ড ধিক্কার
প্রদোষের বিধবা মা এখনো অচৈতন্য
নোংরা বস্তির উঠোনে ··

পুলিশের সঙ্গে ঘোরে ধান্দাপ্রিয় মাতব্বর
নিশুতি রাতে ঢোকে শহরের বাংলোয়
তারপরে রসে বশে থাকে মায়ের ইচ্ছায়
প্রদোষের স্বপ্ন ভাঙে আর ভাঙে
মানুষের বাঁচার লড়াই···

এ-ভাবে অনেক মানুষ পঙ্গু হয় দুঃখী হয়
বছর গড়িয়ে যায় বছরে
তবু তো আগুন জ্বালে দু-একটি লড়াকু মানুষ
রাত জাগা ছাউনির ভিতর···

সেখানে আমি যাবো না কোনদিন

হিরন্ময় সুখের আশায় কোনদিনই ঘুরিনি
যাইনি ধান্দাপ্রিয় শিল্পীর রহস্য-মিনারে
কেউ কেউ শুধু ও ঘৃণার চোখে দেখেছে বিবর্ণ জামা
তবু পরাজিত হইনি কখনও
যারা ছিটিয়ে ছিলো থুথু তাদের দেখছি এখন
অন্ধকার ডাস্টবিনে

হিরন্ময় সুখের আশায় কোনোদিনই ঘুরিনি
শ্রমিকের সঙ্গে এখন কাজ ক'রে জুট মিলে
এখানে কষ্টের ঘামে নেভে আর জ্বলে
বয়লারের আগুন
পাটের কাপড় বোনে প্রত্যহ হাজার হাজার মাইল
আমাদের সুপ্রিয় শ্রমিক
তবুও ক্ষুধার্ত তারা বস্তির বিষণ্ণ বাতাসে
হিরন্ময় সুখের গল্প জানে না শ্রমিক
শুধু সজ্জিত লিডারের বক্তৃতায় খুঁজে পায় স্বর্গের বাগান
মোহময় সোনার আম ও আপেল
তাই কোনোদিনই খুঁজি নাকো হিরন্ময় সুখ

প্রয়োজনহীন

ধান্দাবাজ মানুষের প্রয়োজন নেই আমার, তাই
একা একা ঘরে থাকি···বেড়াই নদীর তীর
ধুলোর পথে হাঁটি—দেখে আসি শ্মশানের নির্জনতা
সবুজ গাছের ডালে পাখির শব্দ, ওড়াওড়ি শুকনো পাতার
মাঝে মাঝে ভুল হয় প্রিয় বন্ধুর মুখ বাল্যকালের কথা

ধান্দাবাজ মানুষের প্রয়োজন নেই
অই মানুষ বানায় শুধু ঘর বাড়ি
ভাড়া দেয় স্যাঁতস্যাঁতে অন্ধকার ঘর
        পিশাচ ঘৃণ্য জীব ওদের সংস্থান
        পুজোর দালানে পুজো ব্ল্যাক করে সিমেন্ট ও গঙ্গার পলি
        গোপনে লুকিয়ে রাখে সিগ্রেট, বেবীফুড, ভোজ্যতেল
                সামান্য মানুষের ভাত ও নুন

প্রবঞ্চক মানুষেরা জানে শুধু
        উলঙ্গ মিথ্যার বেসাতি
ভোরে প্রভুর গান গায় জমানো চুরির টাকায়
                আলপনা ছড়ায়

ব্যবসায়ী শয়তান শুধু রেখে যায়
        কদর্য ঘাম পোড়া মুখ নিজের ঘরের দরোজায়······

সেই উদাসী যুবক

কুয়াসায় শূন্যতায় হাঁটতে হাঁটতে থমকে দাঁড়ায়
সেই বিষণ্ণ উদাসী যুবক
শীতের শিশিরে ভিজে গেছে তার ঘুম ভাঙা
ভোরের শরীর
কনকনে শীত ফেরিঘাটে কাদা মাটির সরু ক্যানেলে
রোজকারে শ্রমিক ভাঙা নৌকোয়
উদাসী যুবকের কাছে এইসব বিস্ময়
স্মৃতির মেঘলা আকাশ···

দূরে কলের চিমনীর কালো ধোঁয়া
ভোরের বাতাসে বেজে ওঠে স্টিমারের অলৌকিক ভোঁ
গ্রাম বাঙলায় হেঁটে যায় যুবক
সেই পঁচিশ বছরের তাজা যুবক
শহরের কদর্যতা তাকে ভীষণ ভাবায়

উদাসী যুবক দেখে যতসব শয়তান ব্যবসায়ী ধান্দাবাজ লিডারের ভিড়
শহরের সৌখিন রাস্তায়
কুয়াশায় শূন্যতায় হাঁটতে হাঁটতে দেখে ফেলে সেই যুবক
দুঃখিনী গ্রামের উঠোন বাঙলার ঘুণধরা রুগ্ন শরীর······